ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বয়স ৮০ পর্যন্ত অভিনয় চালিয়ে যাবেন রানি মুখার্জি

পৃঃ ৫

আরও বিশ্রাম খচেয়েছেন কোহলি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩২৮ ● কলকাতা ● ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● সোমবার ● ০৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

সহজেই চাকরি পাবেন

মৃতের নিকটাত্মীয়রা! নিয়ম শিথিল করল রাজ্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কর্মরত অবস্থায় সরকারি কর্মচারীর মৃত্যু হলে তাঁর নিকটাত্মীয়কে চাকরি দেওয়া হয়। এ বার সেই পরীক্ষার নিয়ম কিছুটা সহজ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। ডায়েড-ইন-হারনেস নামক পরীক্ষার নিয়মকানুন আগের তুলনায় সরল করা হবে। কর্মচারী সংগঠনগুলির একাংশ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, নিয়োগের ক্ষেত্রে কম্পিউটার পরীক্ষা হয়।এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের প্রবীণ নেতা মনোজ চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, এই জট কাটানোর দীর্ঘদিন ধরে দাবি করা হচ্ছিল। অবশেষে এত দিনে মঞ্জুর করল অর্থ দফতর। পাশাপাশি, নিয়োগের প্রশ্নে যোগ্যতার বৈষম্য নিয়েও ধন্দ ছিল। তাও অনেকটাই কাটবে বলেই আশা করা হচ্ছে।সেই বিষয় সংক্রান্ত রাজ্য 'সার্ভিস আইন' (রিক্রুটমেন্ট টু ক্লারিক্যাল ক্যাডার) এখন সরকারের বিবেচনার অধীনে রয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট চাকরিগুলি দিতে গিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে। সম্প্রতি অর্থ দফতর এই বাধা দূর করার নির্দেশ দিয়েছে।

অর্থ দফতরের কর্তাদের একাংশ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বেশ কিছু পরিবারের পরিস্থিতি খুব

এরপর ৩ পাতায়

বিজেপির তিন রাজ্য জয়ে তিন 'অস্বস্তি' তৃণমূলের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এক বিজেপি নেতা বললেন, "ছত্তীসগঢ়ও তো আমাদের হয়ে যাবে মনে হচ্ছে! এতটা তো ভাবতেও পারিনি।" বিকেল ৪টে নাগাদ এক তৃণমূল নেতা বললেন, "যা হল, তাতে যারা ভিতরে (জেলে) তাদের আর বেরতে হচ্ছে না! আরও কেউ কেউ না ভিতরে ঢুকে যায়।"কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের বকেয়া টাকা দিচ্ছে না বলে অনেক দিন ধরেই সরব তৃণমূল তথা নবান্ন। টাকা বন্ধ করে দেওয়া প্রকল্পের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে রাজ্যে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন। টাকা আদায়ের দাবি নিয়ে দিল্লি থেকে কলকাতায় আন্দোলন সংগঠিত করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বার তিন রাজ্য জয় করে বিজেপি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা নিয়ে আরও 'কড়া অবস্থান' নিতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন

এই তিন অস্বস্তির মধ্যেও একটি 'স্বস্তি' থাকতে পারে তৃণমূলের জন্য। রাজস্থানে প্রচারে গিয়ে মোদী বলেছিলেন, "তিন ডিসেম্বর, কংগ্রেস ছুমন্তর।" তিন রাজ্যের ভোটে বিপর্যয়ের পরে কংগ্রেস বাংলায় জোটসঙ্গী হিসাবে তৃণমূলের সঙ্গে 'দর কষাকষি'র জায়গায় থাকবে না। মমতার প্রস্তাব মেনে নিতে হবে তাদের।চার রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলাফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এমন উল্লাস এবং বিষাদে মেশা। বিজেপি শিবির ইতিমধ্যেই উল্লসিত। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার দুপুরেই চলে যান দক্ষিণ দিনাজপুরের বোল্লা কালীমন্দিরে। জানান, তিনি রাজ্যে লোকসভা ভোটে জয়ের জন্যই পুজো দিতে যাচ্ছেন। দিলীপ ঘোষ দুপুরের পর থেকেই নানা মিম এবং নরেন্দ্র মোদীর জয়গানের ভিডিয়ো ক্লিপ হোয়াটস্অ্যাপে 'শেয়ার' করতে শুরু করে দেন। আর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতেই বলেন, "বাংলায় এবার সাঁড়াশি আক্রমণ চলবে!' আরও বলেন, "দেশদ্রোহীরা পরাস্ত হয়েছে। জিতেছে রাষ্ট্রবাদ। বাংলাতেও রাষ্ট্রবাদী শক্তি জিতবে। প্রথমে ২০২৪-এর ভোটে। আর তার পরে ২০২৬ সালে বাংলা থেকে হাওয়া হয়ে যাবে তৃণমূল।'এর জবাবও দিয়েছে তৃণমূল। দলের রাজ্য সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের পরেও বাংলায় এমন

এরপর ৩ পাতায়

চূড়ান্ত ফল প্রকাশের আগেই

রেড্ডির বাড়িতে গেলেন তেলঙ্গনার ডিজিপি! সাসপেন্ড করল কমিশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তেলঙ্গনা নতুন রাজ্য হওয়ার পর এই প্রথম বিধানসভা নির্বাচন হল। রবিবার ছিল সেই নির্বাচনের ফল ঘোষণা। দিনের শুরু থেকেই তেলঙ্গনায় কেসিআর রাও-এর দল বিআরএস-কে টেক্কা দিচ্ছিল কংগ্রেস। যত সময় গড়িয়েছে আসন ব্যবধানও বেড়েছে।অঞ্জনি কুমারের এমন কাজ ভালভাবে নেয়নি নির্বাচন কমিশন। ভোটের চূড়ান্ত ফলাফল বের হওয়ার আগেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বাড়িতে যাওয়ার জন্য অঞ্জনি কুমারকে সাসপেন্ড করল নির্বাচন কমিশন। তাদের বক্তব্য, তেলেঙ্গানার ডিজিপি নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। তেলঙ্গনা বিধানসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল বের না হলেও রাজ্যের মসনদে কে বসতে চলেছে তা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। রবিবার যত বেলা গড়িয়েছে হায়দরাবাদে রেবন্ত রেড্ডির বাড়ির সামনে ভিড় বেড়েছে। কংগ্রেস সমর্থকদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ। উতসবের মেজাজে মেতেছেন সকলে।

স্পষ্ট হয়েছে কেসিআর রাও-এর দলের হার।

এই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে হাইভোল্টেজ লড়াই

এরপর ৩ পাতায়

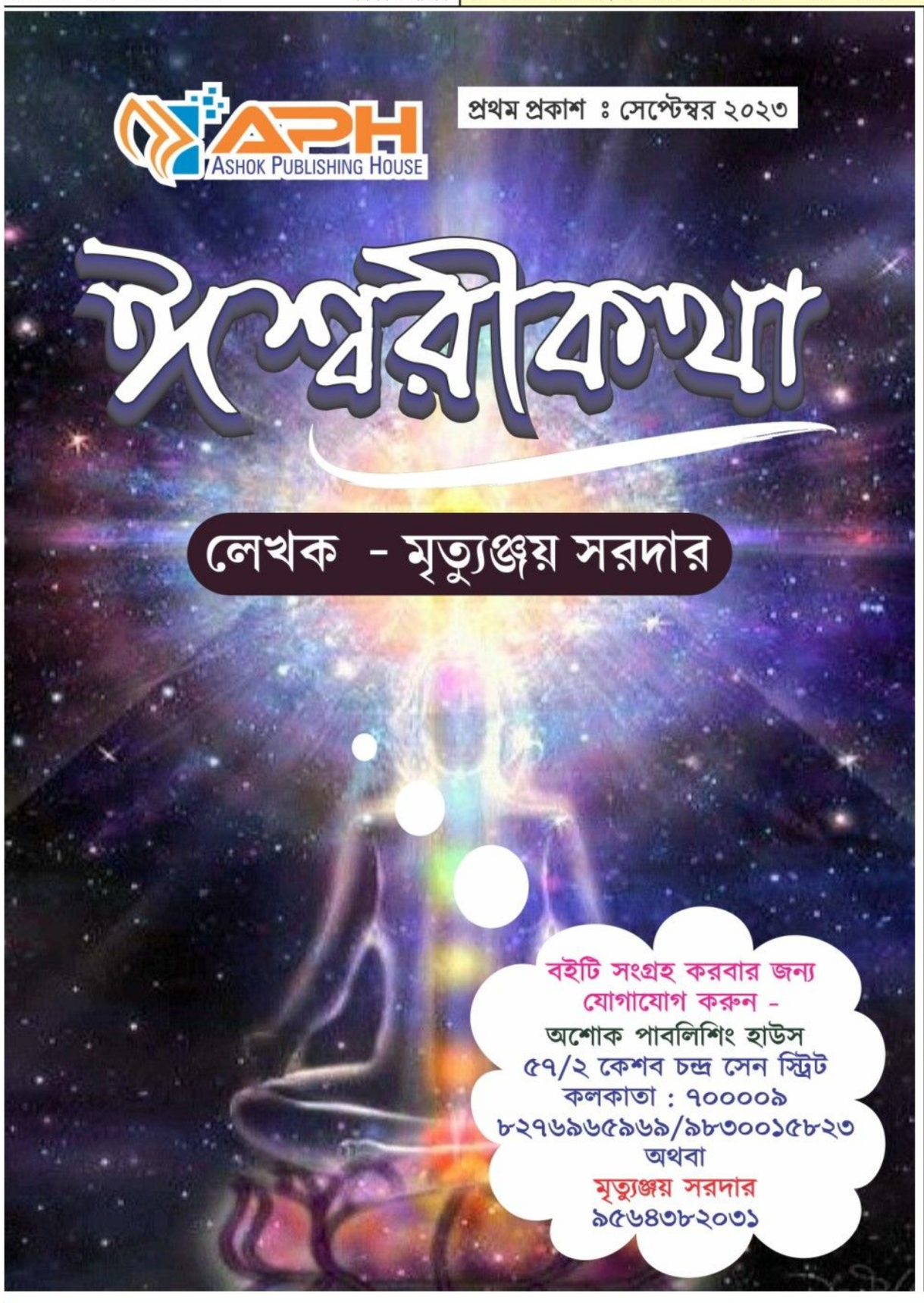

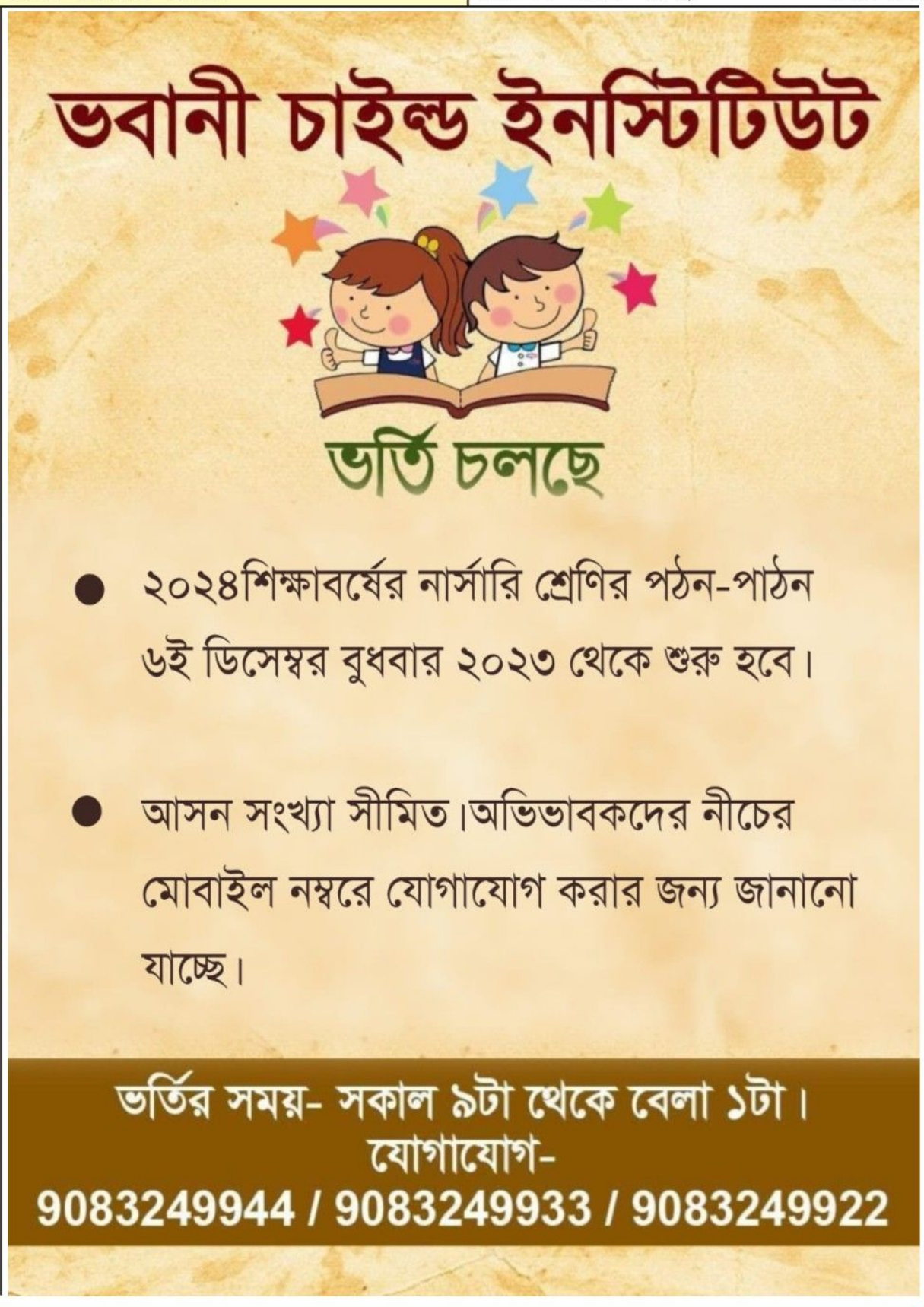

নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল

আমার মেয়ে', সিআইডি তলব নিয়ে সরব নীলাদ্রি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মেয়ে প্রভাব খাটিয়ে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে বাঁকুড়ার বিধায়ক নিলাদ্রী শেখর দানার বিরুদ্ধে। তার ভিত্তিতেই চলছে সিআইডি তদন্ত। বেশ কয়েক মাস ধরে বারবার তলব করা হয়েছে বিধায়ককে। তাঁর বাড়িতেও গিয়েছিলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। কিন্তু বিধায়কের দাবি, তিনি তাঁর মেয়ের জন্য কোনও প্রভাব খাটাননি।উল্লেখ্য, গত বছর এইমস-এর নার্সিং কলেজে ডেটা এনট্রি অপারেটরের পদে যোগ দিয়েছিলেন নীলাদ্রি দানার মেয়ে মৈত্রী দানা। সেই নিয়োগ নিয়েই ওঠে প্রশ্ন। অভিযোগ ওঠে, বাবা বিধায়ক বলেই ওই চাকরি পান তিনি। শুধুমাত্র নীলাদ্রি শেখর দানাকেই নয়, তাঁর মেয়ে মৈত্রী দানাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।মেয়ে নিজের চেষ্টাতেই কল্যাণী এইমসে চাকরি পেয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। বিধায়ক বলেন, নীলাদ্রি দানা বাঁকুড়ার মুখ হয়ে উঠছে বলেই, তাঁকে প্রতিহত করতে এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

নীলাদ্রি বলেন, "আমাকে যতবার ডাকবে, আমি ততবারই যাব। ওরা প্রমাণ করুক, বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন তিনি। বিধায়ক আরও বলেন, আমার মেয়ে নো ওয়ার্ক নো পে-র ভিত্তিতে একটা কাজ পেয়েছিল। আমার ইচ্ছে ছিল না সে ওই কাজ করুক। তারপরও স্বাবলম্বী হতে সে এই কাজে যোগ দিয়েছিল। রাজনৈতিক কচকচানির বাইরে গিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল। এক্ষেত্রে না কোনও প্রভাব খাটানো হয়েছে, না কোনও টাকা-পয়সা দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র বিজেপির বিধায়ক বলেই তাঁর মেয়ের চাকরির নামে তাঁকে হেনস্থা করা হচ্ছে বলে দাবি করেন বিধায়ক।জোর গলায় নীলাদ্রি বলেন, "আমার বিরুদ্ধে এক পয়সার দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারলে বিজেপির পতাকা ছেড়ে নির্বাসনে চলে যাব। রাজ্যের সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি করছে। আর শুধুমাত্র বিজেপি করার জন্য আমাকে হেনস্থা করা হচ্ছে।"

বাংলার উন্নয়ন স্তব্ধ করার প্রবণতা,

জোড়া ইস্যুতে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মিছিল

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা এবং আদিবাসী দলিতদের অপমানের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল রাজ্য। তৃণমূল কংগ্রেসের মহা সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর নির্দেশে শনিবার এবং রবিবার দু দিনব্যাপী রাজ্য জুড়ে চলছে প্রতিবাদী মিছিল সভা। এই নির্দেশ মানার জন্য জেলা স্তরের সর্বত্র বার্তা দেওয়া হয়েছে। জেলার সমস্ত ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত এবং শহরের পৌরসভা কে কেন্দ্র করে এই প্রতিবাদী মিছিল এবং সভা চলছে। নবদ্বীপ ব্লকের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এবং শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে চলছে এই প্রতিবাদী মিছিল সভা।

১০০ দিনের কাজের টাকা আবাস যোজনা টাকা এবং রাজ্য সরকারের প্রাপ্য টাকা অবিলম্বে দেওয়ার দাবিতে মিছিল এবং সভা। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে রাজ্য জুড়ে চলল দুদিন ব্যাপী এই সভা, মিছিল। আবাস যোজনার টাকা এবং ১০০ দিনের টাকা দিতে হবে এই স্লোগান ছিল মিছিলের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের। নবদ্বীপ ব্লকের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বুথ ভিত্তিক এই প্রতিবাদী মিছিল এবং সভা করার জন্য বার্তা দিয়েছিলেন নবদ্বীপ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কল্লোল কর। এই নির্দেশকে মেনে নিয়ে বাবলারি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস এই মিছিলের আয়োজন করেছিল। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বাবলারি কংগ্রেসের প্রধান নারায়ণ কর্মকার সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি সদস্য সদস্যরা, বাবলারি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রশান্ত ঘোষ সহ এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দরা।

নবদ্বীপ শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলার আশীষ চক্রবর্তী নেতৃত্বে ওয়ার্ডে বেরিয়েছিল কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মিছিল। মিছিল করে বক্তব্য রাখা হয় রাজ্যের বিভিন্ন পাওনার দাবির ব্যাপার নিয়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যের পাওনা টাকা, শ্রমিকদের বঞ্চিত করা সমস্ত কিছু আটকে রেখেছে তার প্রতিবাদে সেই মিছিল, সভা।

নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা বলেন প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাংলার প্রাপ্য অর্থ আটকে রেখেছে উন্নয়নকে স্তব্ধ করছে। আরো অনেক কিছু পাওনাগন্ডা আটকে রেখেছে , যেহেতু কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের নরেন্দ্র মোদী বসে আছে তাই মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই উনি কি ধরনের বঞ্চনা করছেন পশ্চিমবাংলার মানুষের প্রতি। এক লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা যে ট্যাক্সের টাকা সেটাও আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সমস্ত সমস্ত পাওয়ার প্রতিবাদে আমাদের এই শহর জুড়ে মিছিল।

১০ হাজার মানুষ কে খিচড়ি মহাভোগের বিতরণ

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : টিজি রোড, রবীন্দ্র নগর, মেটিয়াবুর্জে বেলপুকুর যুবক সংঘ কর্তৃক খিচড়ি মহাভোগের আয়োজন করা হয়। বেলপুকুর যুবক সংঘের প্রধান সাংগঠনিক সম্পাদক সুরদা বাহাদুর সোনার (পাপুল দাই) বলেন, কালী পূজার আয়োজনে এই অনুষ্ঠানটি একটি সমাপনী অনুষ্ঠানের মতো। প্রতি বছরের মতো এবারও প্রায় ১০ হাজার মানুষকে খিচড়ি, পাপড়, আচার, বেগুন ভাজা ইত্যাদি মহাভোগ পরিবেশন করা হয়। সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল প্রতি বছর এত মানুষ ভক্তি সহকারে মাতা কালীর মহাভোগ গ্রহণ করেন, এটি পারস্পরিক ঐক্য ও সৌহার্দ্যের প্রতীক। এটা অতুলনীয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবক ও সংঘের সভাপতি ধনঞ্জয় সিং, ওয়ার্ড ১ তৃণমূল সভাপতি রাম নরেশ যাদব, সঞ্জয় জয়সওয়াল, শচীন রবিদাস প্রমুখ।

সোমে মহুয়াকে বহিষ্কারের রিপোর্ট পেশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শনিবার তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরী। সর্বদল বৈঠকে তাঁর হয়ে সরব হয়েছিলেন লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরে মহুয়া মৈত্রকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সোমবার কী মনোভাব নিয়ে লোকসভায় ঢুকবেন? বিজেপি যে এই রাস্তায় হাঁটবে, তা এথিক্স কমিটির তদন্তের পরেই স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু রবিবার তিনটি রাজ্যে জয়ের পরে তারা সেই বিষয়টিকে ফৌজদারি আদালত পর্যন্ত নিয়ে যাবে কি না বা মহুয়ার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত শুরু করাবে কি না, সেটিও দেখার। বিজেপির একটি সূত্রের খবর, তিন রাজ্যে বিধানসভা ভোটে জয়ের পরে কেন্দ্রের শাসকদল মহুয়ার বিরুদ্ধে 'অল আউট' রাজনৈতিক আক্রমণে যাবে। যে সূত্রে মনে করা হচ্ছে, এর পরে তৃণমূলের সাংসদের বিরুদ্ধে বিজেপি লোকসভার বাইরেও ফৌজদারি পরিসরে 'সক্রিয়' হবে। তারা চেষ্টা করবে মহুয়াকে নির্বাচনী ময়দান থেকে দূরে রাখতে। তবে মহুয়ার ঘনিষ্ঠ এবং হিতৈষীদের বক্তব্য, মহুয়াকে ভোটে লড়া থেকে বিরত করা যাবে না। ফৌজদারি আদালতে মামলা করলেও লোকসভা ভোটের আগে সে মামলার ফয়সালা হওয়া কার্যত অসম্ভব।স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে মহুয়ার জবাব ছিল, "যেমন সব সময় থাকি হ্যাপি অ্যান্ড আপরাইট!"

কিন্তু রবিবার চার রাজ্যের ভোটের ফলাফলে হিন্দিবলয়ে গেরুয়া ঝড়ের পর মৈত্রের মিত্রেরা কি আদৌ সোমবার 'আপরাইট' এবং 'হ্যাপি' হয়ে ঢুকবেন? নাকি বিজেপির বিপুল জয় খানিকটা বিমর্ষই রাখবে তাঁদের? আর ভিতরে ভিতরে খানিকটা স্নায়ুর চাপে রাখবে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়াকেও? অধীর অবশ্য চাপের কথা মানতে চাননি। আনন্দবাজার অনলাইনকে রবিবার তিনি বলেন, "মহুয়ার বিষয়ে তো আমি খোলাখুলি যা বলার বলেছি। বিজেপি আলাদা করে উচ্ছ্বাস দেখাতে পারে। কিন্তু আমার কাছে ভোটের ফলের সঙ্গে এথিক্স কমিটির রিপোর্টের কোনও সম্পর্ক নেই।" কেন? অধীরের বক্তব্য, "আমি এথিক্স কমিটির কাজের প্রক্রিয়া, এক্তিয়ার ও আইন নিয়ে স্পিকারকে চিঠি লিখেছি। সেটা শনিবারও সত্য ছিল, রবিবারও সত্য, সোমেও সত্যই থাকবে।"

তবে অনেকের মতে, সোমবার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন বিজেপি সাংসদেরা লোকসভায় ঢুকবেন তিন রাজ্যে জয়ের ওম গায়ে মেখে। এর মধ্যে আবার দু'টি রাজ্য (রাজস্থান, ছত্তীসগড়) কংগ্রেসের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে গেরুয়া শিবির। ফলে গেরুয়া সাংসদদের আত্মবিশ্বাস থাকবে তুঙ্গে। যা পরোক্ষে স্নায়ুর চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে বিরোধীদের। সন্দেহ নেই, এই চার রাজ্যের ফলাফলে যদি কংগ্রেস একটু ভাল করত বা নিদেনপক্ষে ২-২ হত, তা হলে সমগ্র বিরোধী শিবিরেরই মনোবল বেড়ে যেত। যেমনটা হয়েছিল গত এপ্রিলে কর্নাটকের বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পর। বিজেপিকে সরিয়ে দক্ষিণের ওই রাজ্যে একার জোরে ক্ষমতা দখল করেছিল কংগ্রেস। এখন দেখার, তিন রাজ্যএ এই বিপুল জয়ের পরে বিজেপি মহুয়ার বিরুদ্ধে 'আক্রমণ' আরও জোরাল করে কিনা। লোকসভা থেকে তাঁকে বহিষ্কারের সুপারিশ আগেই করেছে লোকসভার এথিক্স কমিটি। সোমবারেই সেটি প্রস্তাব আকারে লোকসভায় পেশ করার কথা স্পিকারের। সংখ্যাধিক্যের জোরে সে প্রস্তাব যে পাস হয়ে যাবে, তা সকলেই জানেন। তেমন হলে সোমবারই এই লোকসভায় হবে মহুয়ার শেষ দিন।

অভিষেকের বিজেপিতে যোগদান

অবধারিত, ৩ রাজ্যে বিপুল জয়ের পর দাবি সৌমিত্র খাঁর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটগণনায় বিজেপির জয়জয়কারের মধ্যেই চাঞ্চল্যকর পূর্বাভাস করলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। বললেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজেপিতে যোগদান সময়ের অপেক্ষা। সৌমিত্র এই মন্তব্যে প্রশ্ন উঠছে, তবে কি মহারাষ্ট্রের কায়দায় পশ্চিমবঙ্গ দখল করতে চলেছে বিজেপি। সৌমিত্রর এই মন্তব্যে প্রশ্ন উঠছে তবে কি মহারাষ্ট্রের কায়দায় পশ্চিমবঙ্গ দখল করতে চলেছে বিজেপি? কারণ রবিবারই শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ২০২৬ সাল পর্যন্ত এই সরকার টিকবে না। মহারাষ্ট্রে শিব সেনা ভেঙে যে ভাবে সেভাবেই কি পশ্চিমবঙ্গ দখল করতে চলেছে বিজেপি? রবিবার রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ ও ছত্তিসগড় বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয়ের পর প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বর্ধমানে সৌমিত্র খাঁ বলেন, 'তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিজেপিতে যোগ দেবেন। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।'

তিনি বলেন, 'তিন রাজ্যের ভোটের ফলাফল লোকসভা নির্বাচনে এরাজ্যে বিরাট প্রভাব ফেলবে। অমিত শাহজি আমাদের টার্গেট দিয়ে গিয়েছেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্য থেকে মোট ৩৫টি আসন দখল করতে হবে। তিনি যখন বলেছেন, তখন আমরা ৩৫টি আসন পাবই। এই তিন রাজ্যের ফলাফলের পর সেই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে গেল।'

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের

জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর,২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি প্রয়াত ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের স্মৃতির উদ্দেশে আজ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। আজকের দিনটি হল ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্মবার্ষিকী। এ সম্পর্কে সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন: "দেশের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের গভীর প্রজ্ঞা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আমাদের সকলের কাছেই এক বিশেষ গর্বের বিষয়। গণতন্ত্রের পূজারী হিসাবে তাঁর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা এবং ঐক্যবোধ প্রজন্মের পর প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়েছে। তাঁর জন্মবার্ষিকীতে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণতি।"

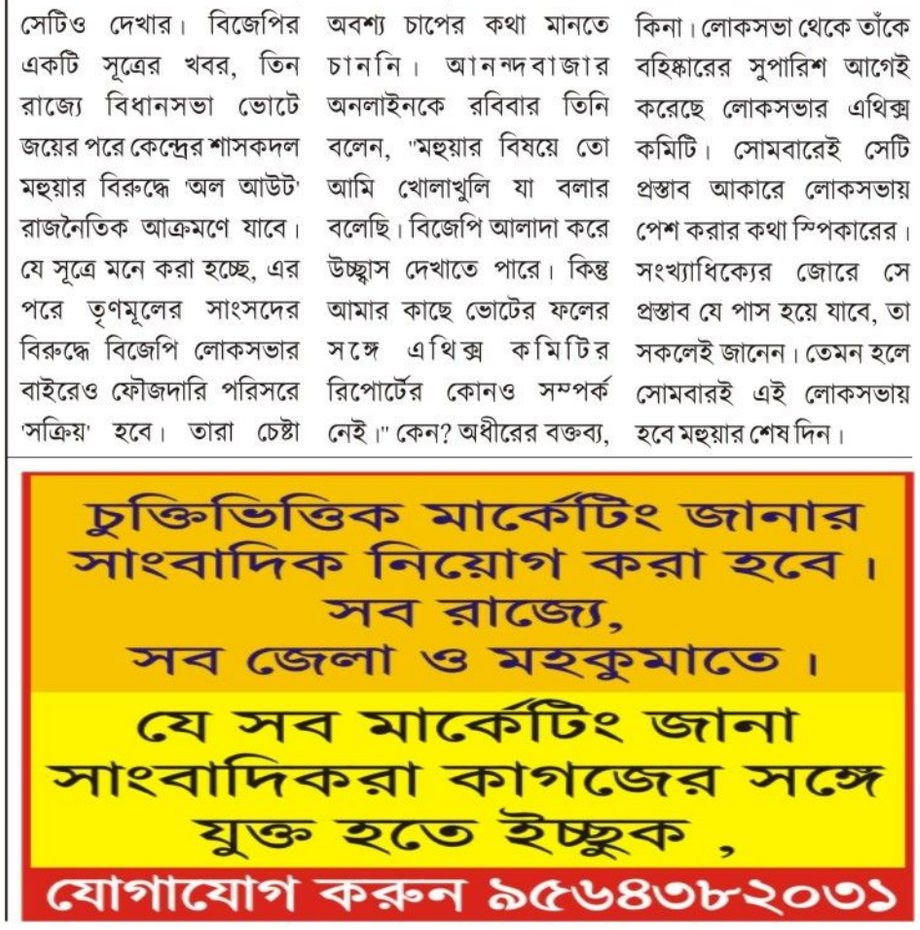

১-ম পাতার পর

চূড়ান্ত ফল প্রকাশের আগেই রেড্ডির বাড়িতে গেলেন তেলঙ্গনার ডিজিপি! সাসপেন্ড করল কমিশন

ছিল কামারেড্ডি আসনে। সেখানে প্রার্থী ছিলেন কে চন্দ্রশেখর রাও। তবে কার্যত তাঁকে উড়িয়ে দিয়ে জয় হাসিল করে নিয়েছে কংগ্রেস। তেলঙ্গনায় দলের জয় নিশ্চিত হতেই কর্মী-সমর্থকরা ভিড় বাড়াচ্ছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রেবন্ত রেড্ডির বাড়ি সামনে। চূড়ান্ত ফল আসার আগেই তেলঙ্গনার ডিজিপি অঞ্জনি কুমারও রেড্ডিকে শুভেচ্ছা জানাতে পৌঁছে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়ি। অঞ্জনি কুমারের সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের অন্যান্য উচ্চ পদস্থ অফিসারও। তাঁরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেন।

১-ম পাতার পর

বিজেপির তিন রাজ্য জয়ে তিন 'অস্বস্তি' তৃণমূলের

লম্ফঝম্ফ করেছিল বিজেপি। কিন্তু বাংলার মাটি কতটা শক্ত, সেটা অমিত শাহেরা বুঝতে পেরেছেন। বাংলায় ওদের ভোট নেই। মনে রাখতে হবে কংগ্রেস আর তৃণমূল এক নয়। বিজেপিকে বাংলায় ফের ঘোল খাইয়ে ছাড়বে জোড়াফুল। কোনও এজেন্সি ওদের জেতাতে পারবে না।'তবে এটা অনস্বীকার্য যে, তৃণমূলের অন্দরে 'এজেন্সি' নিয়ে একটা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে তিন রাজ্যে বিজেপির জয়ের পর। রাজ্য বিজেপি বরাবরই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি কেন বেশি বেশি করে 'সক্রিয়' হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তুলেছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে। এখন সেটা আরও বাড়তে পারে। আবার বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও চাইতে পারেন ইডি-সিবিআই এ রাজ্যে আরও 'সক্রিয়' হোক। তৃণমূল শিবিরের একাংশের আশঙ্কা, সরকারি ভাবে না হলেও 'রাজনৈতিক নির্দেশ' পেতে পারে ওই দুই সংস্থা। শাসক শিবিরের এক নেতার কথায়, "গত কয়েক মাস ধরে মোদী, শাহরা পাঁচ রাজ্যের ভোট নিয়ে মেতে ছিলেন। এখন লোকসভা নির্বাচনের জন্য ঝাঁপাবেন। এই জয়ের পরে শুধু তৃণমূল নয়, সব বিরোধী দলের উপরেই এজেন্সি দিয়ে আক্রমণ বাড়াবে বিজেপি।" অনেকেই বলেন, দিল্লির বিজেপি আর বাংলার বিজেপি একেবারে আলাদা দুটো দল। দিল্লির বিজেপি যে অপ্রতিরোধ্য গতিতে হিন্দিবলয়ের একের পর এক রাজ্যে ঝাণ্ডা পুঁতছে, তার কোনও 'প্রভাব' পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি উপর পড়ছে, এমন দৃষ্টান্ত নেই। লোকসভা নির্বাচনের আগে এ রাজ্যে বিজেপির সংগঠন নড়বড়ে। জেলায় জেলায় গোষ্ঠীকোন্দল, রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে মতপার্থক্য এবং অনেক পুরনো কর্মীর বসে যাওয়া দলকে চিন্তায় রেখেছে। তবে হিন্দি বলয়ের তিনটি রাজ্যেই 'অপ্রত্যাশিত' জয়ের পরে বিজেপি সে সব 'ঘাটতি' কাটিয়ে উঠতে পারে বলে দলের একাংশের আশা। অনেকের মতে, লোকসভা ভোটের সমীকরণ আলাদা। এক নেতার কথায়, "ওটা মোদীজির ভোট! ২০১৯ সালের মতোই ২০২৪ সালেও আমাদের ফল খুব ভাল হবে।" ওই দাবি থেকে স্পষ্ট, তিন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের মতোই এ রাজ্যেও লোকসভা ভোটে বিজেপির বড় ভরসা 'মোদী হাওয়া'। পাঁচ বছর আগে ১৮ আসন পাওয়া বিজেপি এ বারেও সেই হাওয়ায় গা ভাসাতে চায়।

১-ম পাতার পর

সহজেই চাকরি পাবেন মৃতের নিকটাত্মীয়রা! নিয়ম শিথিল করল রাজ্য

খারাপ। কারণ, তাঁদের পরিবারের সদস্য চাকুরিরত অবস্থায় মারা গিয়েছেন। এদিকে পরীক্ষা-বিধিতে রয়েছে নানা জটিলতা। সেই কারণে নিকটাত্মীয়দের সময় মতো নিয়োগ হচ্ছে না ।সম্প্রতি এই নিয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে অর্থ দফতর। তাতে জানানো হয়েছে, যোগ্য প্রার্থীদের জেলা অফিসে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদে নিয়োগ করা যাবে। শূন্যপদ কতগুলি রয়েছে তাঁর ভিত্তিতে নিয়োগ হবে। এই পদের জন্য শুরুতেই কম্পিউটার যোগ্যতা-পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা নেই। তবে একটি শর্ত থাকছেই। 'প্রবেশন'-এ থাকাকালীন সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে ওই পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। নেতাজি সুভাষ প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ওই পরীক্ষা নেওয়া হবে।অর্থ দফতর জানিয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই পরীক্ষায় পাশ করা না গেলে পদ স্থায়ী হবে না। এমনকী পদোন্নতিতেও বাধা হতে পারে। অন্যদিকে পরীক্ষায় পাশ করলে প্রার্থীকে স্থায়ী বলে গ্রাহ্য করা হবে। নিয়মমাফিক তাঁর পদের পদোন্নতিও হবে। কর্মচারী সংগঠনগুলি সংবাদমাধ্যমকে জানাচ্ছে, এমন পদ জেলাস্তরের বিভিন্ন দফতর এবং জেলা বা মহকুমাশাসকের দফতরে তুলনায় বেশি ফাঁকা থাকে। তবে অনেকেই মনে করছেন সরকারের নয়া নির্দেশে অনেকটাই জট কাটবে। দ্রুত চাকরি পাবেন প্রয়াতদের আত্মীয়রা।

সহিংসতায় বর্তমান ও সাবেক ক্ষমতাসীনরা দায়ি : মোমিন মেহেদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী বলেছেন, পুলিশ-প্রশাসন ও যুগপৎ-মহাজোটের মোসাহেব-দালালদের উসকানিতে একের পর এক সহিংসতায় বর্তমান ও সাবেক ক্ষমতাসীনরা দায়ি। ৩ ডিসেম্বর বিকেল ৪ টায় বিজয় মিলনায়তনে (২৭/৭ তোপখানা রোড(পঞ্চম তলা). ঢাকা) অনুষ্ঠিত 'নির্বাচনে নতুনধারা না অংশ নিলেও আছে জনদাবি বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিত' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি উপরোক্ত কথা বলেন।

নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির প্রেসিডিয়াম মেম্বার বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানা, ভাইস চেয়ারম্যান ডা. নূরজাহান নীরা, যুগ্ম মহাসচিব মনির জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াজেদ রানা, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ লিজা, সদস্য মামুন রায়হান, সালমান হোসাইন, মিজানুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এসময় মোমিন মেহেদী আরো বলেন, বিজয়ের মাসে সহিংসতা, পুলিশী হয়রানী-মিথ্যে মামলাসহ সকল অন্যায়-অপরাধ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে আমরা রাজপথে আছি-ছিলাম-থাকবো বরাবরের মত। ৩৮ দিনে ২৫২ টি যানবাহন ও ৮২ টি দোকান বা স্থাপনা ভাংচুর, ২৪৬ টি বাহন ও ৩৪ দোকান স্থাপনায় অগ্নি সংযোগে আহত হয়েছেন সাংবাদিক-পুলিশসহ ৩১৭ জন সাধারণ নাগরিক আহত এবং নিহত হয়েছেন একজন পুলিশ সদস্যসহ ২ জন। এছাড়াও হামলার শিকার হয়েছেন ১৫১ জন, হয়রানির শিকার হয়েছেন ১৩১ জন নাগরিক। এমতবস্থায় অসহায় সাধারণ মানুষ সহিংসার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নির্বাচনে অংশ নেয়া তো দূরের কথা নিজেদের জীবন-জীবীকার তাগিদে ঘর থেকেই বের হতে শঙ্কায় ভুগছে।

এসময় সহিংসতা, অর্থনৈতিক সংকট ও চলমান নির্বাচনের অস্থিতীশীল পরিবেশ স্বাভাবিক করার জন্য নতুনধারার পক্ষ থেকে সরকার, রাজনৈতিক দলসমূহ এবং জনগণের প্রতি ৪ টি সুপারিশ করেন মোমিন মেহেদী। সুপারিশগুলো হলো- (সরকারের প্রতি) ১. অগ্নি সংযোগ এবং হামলাকারী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদেরকে হাতেনাতে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে বিচার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সারাদেশে সকল সড়ক-মহাসড়কে সিসি ক্যামেরা স্থাপন এবং সার্বক্ষণিক তত্বাবধায়নের পাশাপাশি পুলিশ-প্রশাসনকে আরো কঠোরভাবে দায়িত্ব পালনে নির্দেশনা দিন ২. তত্বাবধায়ক বা দল নিরপেক্ষ নয়, প্রধান বিচারপতিকে নির্বাচনকালিন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলোকে নিবন্ধনের আওতায় এনে নির্বাচন সম্পন্ন করা হোক, প্রয়োজনে সেনা বাহিনীর সর্বাত্মক সহায়তা নেয়া হোক ৩.(রাজনৈতিক দল সমূহর প্রতি) নিবন্ধিত-অনিবন্ধিত কিন্তু রাজপথে সক্রিয় এমন রাজনৈতিক প্লাটফর্মগুলো সহিংসতার রাজনীতি পরিহার করে তত্বাবধায়ক বা দল নিরপেক্ষ নয় বরং প্রধান বিচারপতিকে নির্বাচনকালিন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য নতুন করে তফসিল দেয়ার দাবিতে গণ ও বঙ্গ ভবনে অবস্থান কর্মসূচি দিন ৪. (জনগণের প্রতি) ভোট ও ভাতের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তত্বাবধায়ক বা দল নিরপেক্ষ নয়, প্রধান বিচারপতিকে নির্বাচনকালিন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে নির্বাচন সম্পন্ন করার দাবিতে আওয়াজ তুলুন এবং সেই দল ও নেতার নেতৃত্বে এগিয়ে চলুন, যারা কোন জোট-মহাজোট-যুগপতের নামে হালুয়া-রুটির ভাগাভাগিতে অংশ নেয়নি বরং জনদাবি বাস্তবায়নে সবসময় রাজপথে ছিলো।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি,'

জয়ের মাঝেই জানিয়ে দিলেন শিবরাজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগঢ়, তেলঙ্গানা , চার রাজ্যের মধ্যে তিন রাজ্যেই বিজেপির ঝড়। ধরাশায়ী কংগ্রেস। লোকসভা নির্বাচনের আগে যেখানে এই নির্বাচনকে সেমিফাইনাল বলে ঘোষণা করেছিল বিরোধী দলগুলি সেই সেমিফাইনালেই কার্যত মুখ থুবড়ে পড়ল হাত শিবির।এদিন জয়ের পর শিবরাজ সিংহ চৌহান বলেন, "কংগ্রেস মধ্যপ্রদেশকে পতনের গর্ভে পাঠিয়েছিল। সবটা জনগণ বুঝেতে পেরেছে। মানুষ জানে কংগ্রেস কিছুই করবে না। একমাত্র বিজেপিই উন্নতি এবং সমৃদ্ধির শিখরে দেশকে নিয়ে গিয়েছে। আমরা এখানে একাধিক জনকল্যাণমূলক কাজ করেছি আমরা। প্রধানমন্ত্রী সবার হৃদয়ে আছে। তাই এই বিপুল জয় এসেছে।"

তিনি আরও বলেন, "আমি বাংলার বিজেপি কর্মীদেরও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে বাংলাতেও বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। আর শুধু বাংলা নয়, আমরা সব জায়গায় জিতব।" বিরোধী মহাজোট ইন্ডিয়াকে খোঁচা মেরে শিবরাজ আরও বলেন, "ওরা নিজেদের অবস্থা দেখুক।নিজেদের মধ্যেই তো ঝগড়া, লড়াই চলছে। এই জোট কখন দেশের ভাল করতে পারে না।"১৬ বছর পরও ফের মধ্যপ্রদেশের পছন্দ সেই বিজেপি। নিজেদের বিপুল জয়ে রীতিমতো আপ্লুত বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান। রাজ্যবাসী, প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি আগামী দিনে বাংলা সহ সব রাজ্যেই বিজেপি ক্ষমতা কায়েম করবেন বলেও মন্তব্য করলেন তিনি।

জনতা জনার্দনের সামনে মাথা নত' করে

তিন রাজ্যের ভোটারকে অভিনন্দন মোদীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিন রাজ্যেই ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি। সেই ফল প্রায় স্পষ্ট হতেই এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ পোস্ট দিয়ে তিন রাজ্যের জনতাকে 'মাথা নত' করে অভিবাদন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি, যে তেলঙ্গানায় হারতে চলেছে বিজেপি, সেখানকার নাগরিকদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।তেলঙ্গানায় ৬৪টি আসনে এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস। সে রাজ্যের বাসিন্দাদেরও ধন্যবাদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। একই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন, ওই রাজ্যে ক্রমেই জায়গা পাকা করছে বিজেপি। তিনি এক্সে লেখেন, "আমার তেলঙ্গানার প্রিয় ভাইবোনেরা, বিজেপি সমর্থন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। গত কয়েক বছর ধরে এই সমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী দিনেও এই প্রবণতা থাকবে।" তেলঙ্গানায় হারলেও সেখানকার মানুষের জন্য কাজ করে যাবেন, সেই কথাও জানিয়েছেন মোদী। তিনি লেখেন, "তেলঙ্গানার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আগামী দিনেও সেখানকার মানুষের জন্য কাজ করে যাব। প্রত্যেক বিজেপি কার্যকর্তার প্রচেষ্টার প্রশংসা করছি। "রবিবার প্রধানমন্ত্রী এক্সে লেখেন, "জনতা জনার্দনের সামনে আমরা মাথা নত করছি। ছত্তীসগঢ়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের ফল এই ইঙ্গিতই দিচ্ছে যে, ভারতের মানুষ সুশাসন এবং উন্নয়নের রাজনীতির সঙ্গেই রয়েছে, যার জন্য বিজেপি দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই দ্বিধাহীন সমর্থনের জন্য এই তিন রাজ্যের মানুষকে ধন্যবাদ দিতে চাই। আশ্বাস দিচ্ছি যে, তাঁদের উন্নয়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করব।'' ২৩০ আসনের মধ্যপ্রদেশে ১৬৪টি, ৯০ আসনের ছত্তীসগঢ়ে ৫৬টি এবং ১৯৯ আসনের রাজস্থানে ১১৬টি আসনে এগিয়ে গিয়েছে বিজেপি। ফল প্রকাশ্যে আসতেই বিজেপি কর্মীদের ধন্যবাদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি লিখেছেন, ''কঠোর পরিশ্রমী কার্যকর্তাদেরও বিশেষ ধন্যবাদ। তাঁরা প্রত্যেকেই আদর্শ। তাঁরা ক্লান্তিহীন ভাবে পরিশ্রম করে গিয়েছেন, মানুষের কাছে আমাদের উন্নয়নের লক্ষ্যকে তুলে ধরেছেন।"

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩২৮ সংখ্যা ০৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ সোমবার ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

স্বামীর খোঁজে বাংলাদেশে গিয়ে নিরাশ হয়ে দেশে ফিরলেন ভারতীয় তরুণী

ভারতীয় এক মহিলার সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে যোগাযোগ হয় বাংলাদেশের এক যুবকের। এরপরেই তাদের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়। জানা গিয়েছে, ভারতীয় ওই মহিলার নাম রিয়া বালা এবং বাংলাদেশের ওই যুবকের নাম বিটু রায়। ভারতে গিয়ে রিয়াকে বিয়ে করে বিটু। তবে বেশ কয়েকদিন সংসার করার পর বিটু তাঁর স্ত্রী রিয়াকে রেখে বাংলাদেশে চলে যায়।বিটু রায়ের বাবা অখিল চন্দ্র রায় বলেন, 'বিটু ঢাকায় একটি কোম্পানিতে চাকরি করত। গত দুর্গাপূজার আগে ভারতে গিয়ে কিছুদিন ছিল। তবে বাড়িতে এসে বিয়ের ব্যাপারে কিছুই বলেনি ।' প্রসঙ্গত এই ঘটনার পর তেঁতুলিয়ার ইউএনও ফজলে রাব্বি জানিয়েছেন,'রিয়া তাদেরকে ফোন করে নিরাপত্তাহীনতার কথা জানান। তাই নারী ও শিশু সেল রিয়াকে উদ্ধার করে। পরে রিয়ার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ হলে তাঁকে তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'এরপর থেকেই রিয়ার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে বিটু।

জানা যায়, গত ২৯ নভেম্বর বাংলাবান্ধা ইমিগ্রেশন দিয়ে তেঁতুলিয়ায় বিটু রায়ের বাড়িতে আসেন রিয়া বালা। সঙ্গে বিয়ের প্রমাণ হিসেবে নিয়ে আসেন পঞ্চায়েত প্রধানের প্রত্যয়নপত্র ও কিছু ছবি। তাঁর আসার খবরে পেয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান বিটু। তাই রিয়া বিটুর বাড়িতে এলে তাঁর পরিবারের লোকজন তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। স্বামীর বাড়িতে নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় তেঁতুলিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফজলে রাব্বিকে ফোন করে সহযোগিতা চান রিয়া। তারপর তাঁকে তেঁতুলিয়া থানার নারী ও শিশু সেল উদ্ধার করে। এই বিষয় নিয়ে বিটু রায়ের বাবা অখিল চন্দ্র রায়কেও ডেকে আনা হয়। তিনি ছেলে ফিরে এলে তাঁকে নিয়ে ভারতে গিয়ে বিষয়টি সমাধানের আশ্বাস দেন।উল্লেখ্য, রিয়া বালা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনা এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বাবা শ্যামল কান্তি বালা ভারতীয় রেলওয়েতে চাকরি করেন। আর বিটু রায় বাংলাদেশের তেঁতুলিয়ার দেবনগর ইউনিয়নের শিবচণ্ডী গ্রামের কৃষক অখিল চন্দ্র রায়ের ছেলে। এই বিবাহ নিয়ে রিয়া জানান, গত ২১ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার শিকারপুর এলাকায় বিটু রায়ের পিসির বাড়িতে তাঁকে বিয়ে করেন বিটু। বিয়ের পর তাঁরা সেখানে প্রায় এক মাস বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকেন। দেশে ফিরে রিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করেন বিটু। বাধ্য হয়ে তিনি স্বামীর খোঁজে বাংলাদেশে আসেন।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

খুন হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ পরিবারের

(সপ্তম পর্ব)

তিনি নীরবে কাজ করে চলেছে। আর সত্যি কথা প্রকাশ পাওয়ার কারণেই একশ্রেণীর দুষ্কৃতীরা দীর্ঘ বছর আগে থেকেই মৃত্যুঞ্জয় সর্দারের পরিবারসহ তাকে খুন করার পরিকল্পনা অব্যাহত রেখেছে। এক শ্রেণীর নেতাদের তার জমি জায়গা কেড়ে নেবে বলে অন্যের নামে রেকর্ড করে গোপনে তাদের মুনাফা নেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। সত্যি ঘটনা যখন প্রকাশ্যে এসছে তখন মৃত্যুঞ্জয় সরদার সমস্ত ঘটনা লিখিত প্রশাসনকে জানার পরে। শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে মদ খাচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় বাড়ির মাঠের আশেপাশে বসে। আর মৃত্যুঞ্জয় পরিবারের যেকোনো উপর কী ভাবে ক্ষতি আলোচনা করছে। জমি যেভাবে কেড়ে নেওয়া যায় তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করছে, নেতারা সন্ধ্যা বেলায় বাড়িতে মিটিং ডেকে আলোচনা করছে যাতে ওই জায়গায় পুনরায় মৃত্যুঞ্জয় বাবুর কাগজপত্র না হয় সেই চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে এ বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয় সরদার বলেন যে সব কিছুর ঊর্ধ্বে ভগবান আছে প্রশাসনকে সব জানানো আছে, তবে তার পরিবার মৃত্যুঞ্জয় খুন হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। মৃত্যুঞ্জয় সহ ও তার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে একাধিকবার

ক্রমশঃ

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

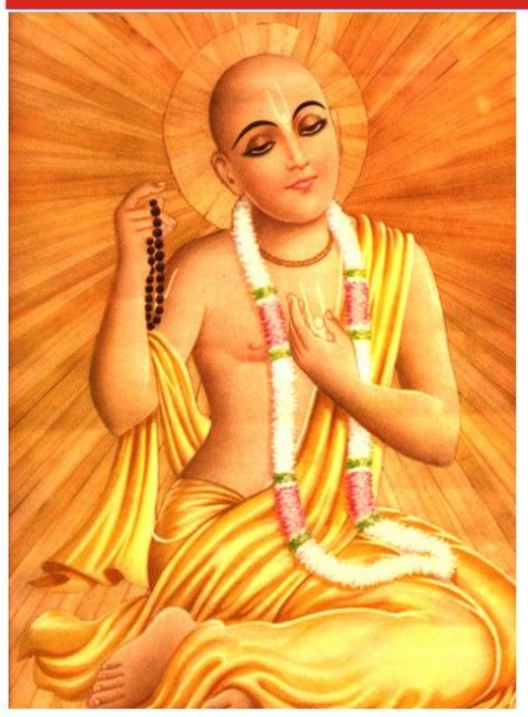

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ঈশান নাগর বলেছেন -

'প্রবেশ মাত্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল।

ভক্তগণ মনে বহু আশঙ্কা জন্মিল।।'

এই আশঙ্কার কারণ কি? আবার মন্দিরদ্বার খোলা মাত্র 'গৌরাঙ্গাপ্রকট সভে অনুমান কৈল'। এরই বা কারণ কি? তবে কি সেই অশুভ ঘটনার পূর্ভাবাস কেউ কেউ পেয়েছিলেন? ওড়িয়া গ্রন্থগুলিতে এই বিগ্রহে লীন হওয়ার তত্ত্বই সমর্থিত হয়েছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

কোথাও বিস্মিত হয়েছে, আবার কোথাও ভয়ে বিভোর হয়েছে। তবে আজও সুন্দরবন বাসীরা বনবিবি দেবীকে বিশ্বাস করে,সেই কারনে সুন্দরবন বিভিন্ন জায়গায় বনবিবি দেবী পূজিত হন শুক্রবার দিনে।সেই আকস্মিকতার ঘোর কাটাতেই ব্যাঘ্র সম্পর্কিত একটি লোককাহিনি বনবিবি দেবীর উত্থান বলে মনে করা হয়। কাহিনীটি হল, ভয়ানক হিংস্র ও পরাক্রমশালী জঙ্গলের রাজা বাঘ, তার নিজস্ব গরিমার জন্য চিরকাল সবার সমীহ আদায় করে এসেছে। ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধার জন্য হয়তো প্রাচীন কাল থেকে মানুষ বাঘকে পুজো করে এসেছে।বর্তমানে সুন্দরবন বাসীরা বাঘকে পূজা করেনা, বনবিবি দেবীকেই তারা পূজা করেন। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষে তার নিদর্শন মেলে। বঙ্গদেশে অনেক জায়গায় বাঘকে পুজো করা হয়। সুন্দরবনে বাঘ দক্ষিণারায় নামে দেবতা বলে প্রচলিত ও পূজিত। সুন্দরবনে বনবিবির মূর্তি তিনটি ধারায় বিবর্তিত হয়েছে। নদীর ধারে মাটির ঢিবি করে পূজা যেমন দেওয়া হয়ে থাকে, তেমনি ঘট পেতে পূজা করা হয়। মানত থাকলে অনেকে বনবিবির মূর্তিকে পূজা করে। আউলে, বাউলে, মোউলে, জেলে সবাই জঙ্গলে ঢোকার আগে বিশেষ ভক্তি সহকারে বনবিবির পূজা দেয়। কিন্তু বনবিবির পূজার কোনো নিয়ম নেই। ব্রাহ্মণ ছাড়াই ভক্তরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী পূজা করে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষই কিন্তু বিভিন্ন উপায়ে বাঘ-দেবতা ও বনবিবির পূজা করে। বিশ্বাস আছে যে এদের পূজা করলে জঙ্গলের বাঘ আক্রমণ করে না। সুন্দরবনের মানুষের বাঘের প্রতি ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধার জন্য বাঘ এইভাবে তাদের ধর্মীয়, সামাজিক, এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে আছে।তবে এখন আর মানুষ বাঘের দেখে ততটা ভয় করেনা, বাঘ হত্যা করে চোরাচালানকারীরা বিদেশে বিক্রি করে দিচ্ছে সুন্দরবন থেকে।বাঘের চামড়া ও বাঘের দাঁত প্রচুর টাকা পরিমাণে বিক্রি হয় এবং আজও তেমনি ভাবে এসব কাজ চলছে বহু গোপনে।এই লেখার মধ্যে বাঘের এ কথাটি উল্লেখ করার মনে, দক্ষিণরায় মানে বাঘ ,সুন্দরবনের রাজা ছিল ।আজও কিন্তু সেই রাজা,কিন্তু সে দক্ষিণরায় নামে পরিচিত ছিলো। তাহলে কিভাবে মানুষ রূপে ছিল এই দক্ষিণরায় এ প্রশ্ন উত্তর বহু ভাবে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আজও তা মেলেনি।মূলত 'বনবিবি-র জহুরনামা' পুঁথির কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে যাত্রাপালা, পালাগান, পুঁথিপাঠ, নাট্যগীতি যা বনবিবি সংস্কৃতি নামে পরিচিত। শশাঙ্কশেখর দাস তাঁর 'বনবিবি' নামক গ্রন্থে জানাচ্ছেন-অবিভক্ত বাংলায় খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার ভোমরা গ্রামের বাসিন্দা স্বর্গীয় বসিরউদ্দিন গাইন ভুরকুন্ডা দ্বীপের নীলআটি গ্রামে 'বনবিবিযাত্রা' প্রথম সূচনা করেন। তবে সুন্দরবনের ইতিহাস প্রায় চারশো বছর আগের কথা। সুন্দরবনের মধ্যে ছিল এক গ্রাম। সেই গ্রামে বাপ হারা ছেলে দুখেকে নিয়ে বাস করতেন এক দরিদ্র রমণী। ফাইফরমাস খাটানোর নামে দুখেকে সুন্দরবনে মধু আহরণ করতে নিয়ে যান দুখের জ্ঞাতি কাকা, পাশের গ্রামের দুই ধুরন্ধর ব্যবসায়ী ধনা আর মনা। সুন্দরবনের গ্রাম গঞ্জের বনবিবি যাত্রাপালা এই ইতিহাস দেখানো হয়। সুন্দরবনের জঙ্গলের জলে নামার আগে দুখের মা দুখেকে বলেন, "বনে আমার মতো তোর আর এক মা আছেন। যখন কোনও বিপদে পড়বি তাঁকে ডাকবি। তিনি তোকে রক্ষা করবেন"। জলে ভাসলো মধুকরদের নৌকা। বনবিবির এই ইতিহাস সুন্দরবন বাসীদের জানা, দুঃখের এই কাহিনী আজও সুন্দরবন বাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য। সুন্দরবনে সে সময় বাস করতেন গাজী নামে এক আউলিয়া। আর জঙ্গল প্রহরায় থাকতেন বাঘরূপী অপশক্তি দক্ষিণ রায় বা রায়মনি। সারা সুন্দরবনের একছত্র অধিপতি এই দক্ষিণ রায়। যেমন সুপুরুষ, তেমন দাপট তেমন অহঙ্কার। গাজী আউলিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের বন্ধুত্ব ছিল। পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে সত্য ঘটনাকে উদঘাটন করা আছে, দুর্বল দুখেকে রক্ষা করেছিল বোনের মা বনবিবি। এই ইতিহাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল তাই সুন্দরবন বনবিবি আজও পূজিত হয় সুন্দরবন বাসীর কাছে।আর সেই ইতিহাস বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং সুন্দরবন বাসির কাজ দিয়ে তথ্য নিয়ে আজ আমি পরিবেশন করছি, আমার লেখনীর মাধ্যমে । ওদিকে, সুন্দরবনের নদীপথে ব্যবসায়ী ধনা আর মনার নৌবহর ভেসে চলেছে ভাটির টানে। দুখের কাজে মন নেই, মায়ের জন্য তার প্রাণ কাঁদছে। ধনা আর মনার ভয়ে ফেরবার কথা বলতে পারে না। এক রাতে ধনা আর মনার স্বপ্নে দেখা দেন দক্ষিণ রায়। ধনা আর মনাকে স্বপ্নে তিনি বলেন," আমি তোদের দুই ভাইকে প্রচুর মধু আর ধন সম্পত্তি দেবো। তোরা দুখে...কে আমার কাছে উৎসর্গ কর। না হলে তোদের নৌকা ডুবিয়ে দেবো"। লোভে আর ভয়ে ধনা আর মনা, দুখে...কে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ছল করে দুখে...কে একটি দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে পুকুর থেকে মিষ্টি জল নিয়ে আসতে বলে। সরলমতি দুখে নির্জন দ্বীপে নামে। ধনা আর মনা নৌকা ছেড়ে দেয়। দুখে ভয়ে কাঁদতে শুরু করে।হঠাৎ তার মনে পড়ে, মা বলেছিলেন, বনের ভেতর দুখের আর এক মা আছে। মায়ের কথা মতো দুখে তখন সেই বনের মা'কে স্মরণ করে। জলে জঙ্গলে আলোড়ন ওঠে। খুদে দুখের সামনে এসে দাঁড়ান অসামান্য রুপসী এক তরুণী বনবিবি, হাতে খোলা তলোয়ার। কোলে তুলে নেন দুখে'কে। সব শুনে তাঁর চোখ দু'টি রক্তজবার মতো লাল হয়ে ওঠে।

দুখে'কে আদর করে অনেক ধনরত্ন দিয়ে কুমিরের পিঠে চড়িয়ে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। ক্রোধে আগুন বনবিবির আদেশে তখন বনবিবির ভাই শাহ জঙ্গলী, যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে, বাঘরূপী দক্ষিণ রায় ও গাজী আউলিয়াকে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বন্দি করে বনবিবির কাছে নিয়ে আসেন।

গাজী আউলিয়া, দক্ষিণ রায়ের সঙ্গ ছেড়ে বনবিবির চরণতলে আশ্রয় নেন। দক্ষিণ রায় উপায় না দেখে বনবিবির বশ্যতা স্বীকার করে নেন। তারপর থেকে আরবকন্যা বনবিবি সুন্দরবনের মানুষের কাছে দেবীর মর্যাদায় পূজিতা হয়ে আসছেন শত শত বছর ধরে।এসব তথ্য আমার পিতার মুখের থেকে শোনার পরেও বনবিবির জহুরানামা নামে একটি বই থেকে জানতে পারা যায়, তিনি হলেন ইব্রাহিম নামে এক সুফি ফকিরের কন্যা। ইব্রাহিম সুদূর আরব দেশের মদিনা থেকে আসেন বাংলায়। সঙ্গে আসেন তাঁর দুই স্ত্রী। ইব্রাহিমের প্রথম স্ত্রী গুলাল বিবি তাঁর সতীনের প্ররোচনায় সুন্দরবনে পরিত্যক্ত হন। সুন্দরবনের জঙ্গলে গুলাল বিবির গর্ভে আরবদূহিতা বনবিবি ও তাঁর ভাই শাহ জঙ্গলী জন্ম নেন। জন্মের পর থেকেই বনবিবির ঐশ্বরিক ক্ষমতার কথা সারা সুন্দরবনে প্রচারিত হয়ে যায়।আজও জঙ্গলের পশুপাখি থেকে মানুষ সবাই বনবিবির বশ হয়ে যায়। এ দিকে, যশোরের ব্রাহ্মণনগরের রাজা মুকুট রায়ের অধীনস্থ ভাটির দেশের রাজা ছিলেন ব্যাঘ্ররূপী অপদেবতা দক্ষিণ রায়। তিনি ছিলেন সুন্দরবনের একছত্র অধিপতি। তিনি বনবিবির বশ্যতা মেনে নেন না। তাঁর অত্যাচার থেকে সুন্দরবনের মানুষদেরকে বাঁচানোর জন্য স্বর্গ থেকে আদেশ আসে মা বনবিবির কাছে। তাঁর সঙ্গে বনবিবির একাধিক যুদ্ধ হয়। দক্ষিণ রায় প্রতিটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বনবিবির সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

রণবীরকে সেরা বললেন মহেশ বাবু

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : হিংস্র অ্যাকশন, বাবা-ছেলের অসামান্য আবেগ-ভালোবাসায় সাজানো 'অ্যানিমেল' ট্রেইলারেই ঝড় তুলেছে। আগামী ১ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে রণবীর কাপুরের এই আলোচিত সিনেমাটি। সিনেমার অগ্রিম টিকিট বিক্রিতেও চমক দেখাচ্ছে সিনেমাটি। পিঙ্কভিলার প্রতিবেদন বলছে, সম্প্রতি সিনেমার প্রচারে তেলেগু অঞ্চলে যান রণবীর-রাশ্মিকারা। সেখানে হাজির ছিলেন দক্ষিণের সুপারস্টার মহেশ বাবু। রণবীর কাপুরের প্রশংসা করে তিনি জানান, রণবীর ভারতের সেরা অভিনেতা। মহেশ বাবু বলেন, 'আমি রণবীর কাপুরের একজন বিশাল ভক্ত এবং তিনি ভারতের সেরা অভিনেতা। আমি মনে করি অ্যানিমেল তার ক্যারিয়ারের সেরা কাজ হবে।' সিনেমাটির নির্মাণের প্রশংসা করে এর সাফল্যও কামনা করেন মহেশ বাবু।

প্রচার অনুষ্ঠানে পরিচালক সন্দীপ ভাঙা রেড্ডির প্রশংসা করেছেন রাজামৌলি। তিনি বলেন, 'সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা সেই পরিচালকদের মধ্যে একজন যারা মুহূর্তেই একটি সিনেমার দৃশ্যপট বদলে দিতে পারেন।'

'অ্যানিমেল' নির্মিত হয়েছে প্রায় ২০০ কোটি রুপি বাজেটে। সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত এ চলচ্চিত্রে রণবীর কাপুরের সঙ্গে আছেন রাশমিকা মান্দানা, অনিল কাপুর, ববি দেওল, শক্তি কাপুর, প্রেম চোপড়া, সৌরভ সচদেব প্রমুখ।

বলিউডে ১৫ নম্বরে সালমানের 'টাইগার ৩'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় জুটি সালমান খান ও ক্যাটরিনা কাইফ। বিশেষ করে 'টাইগার' ফ্র্যাঞ্চাইজির সিনেমায় তাদের স্ক্রিন রসায়ন দর্শকরা বেশ উপভোগ করেছেন। এই ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি নিয়ে হাজির হয়েছেন সালমান-ক্যাটরিনা। 'টাইগার ৩' মুক্তি পেয়েছে গত ১২ নভেম্বর।

বলি মুভি রিভিউজ ডটকম জানিয়েছে, মুক্তির প্রথম দিনে ভারতে 'টাইগার থ্রি' সিনেমা আয় করে ৪৪.৫ কোটি রুপি। দ্বিতীয় দিনে সিনেমাটি আয় করে ৫৯.২৫ কোটি রুপি, তৃতীয় দিনে আয় করে ৪৪.৭৫ কোটি রুপি, চতুর্থ দিনে আয় করে ২১.২৫ কোটি রুপি, পঞ্চম দিনে আয় করে ১৮.৫ কোটি রুপি, ৬ষ্ঠ দিনে আয় করে ১৩.২৫ কোটি রুপি, সপ্তম দিনে আয় করে ১৮.৭৫ কোটি রুপি, অষ্টম দিনে আয় করে ১০.৫ কোটি রুপি, নবম দিনে আয় করে ৭.৫ কোটি রুপি, দশম দিনে আয় করে ৬.৭ কোটি রুপি।

এগারোতম দিনে আয় করে ৬.১ কোটি রুপি, বারোতম দিনে আয় করে ৫.৩ কোটি রুপি, তেরোতম দিনে আয় করে ৩.২৫ কোটি রুপি, চৌদ্দতম দিনে আয় করে ৫ কোটি রুপি, পনেরোতম দিনে আয় করে ৬ কোটি রুপি, ষোলতম দিনে আয় করে ৩ কোটি রুপি এবং সতেরোতম দিনে আয় করে ২ কোটি রুপি। ভারতে যার মোট আয় ২৭৭.৫ কোটি রুপি। আর বিশ্বব্যাপী সিনেমাটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৪৪৮.৫ কোটি রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৫৯০ কোটি ৫৮ লাখ টাকার বেশি।

বলিউড হাঙ্গামার রিপোর্ট বলছে, আয়ের দিক থেকে সালমানের 'টাইগার থ্রি'র অবস্থান ১৫ নম্বরে। প্রথমে রয়েছে আমির খানের 'দঙ্গল'। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে শাহরুখ খানের 'জওয়ান' ও 'পাঠান'। (এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত)।

তবে এখনো সিনেমা হলে চলছে 'টাইগার ৩'। ধারণা করা হচ্ছে, আয়ের দিক থেকে সাড়ে ৫'শ কোটি ছাড়ালে র‍্যাংকিংয়ে ১১ নম্বর চলে যেতে পারে সিনেমাটি। 'টাইগার থ্রি' সিনেমায় অতিথি চরিত্রে রয়েছেন শাহরুখ খান। সিনেমাটির অ্যাকশন দৃশ্যে সালমানের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন শাহরুখ। তাদের অ্যাকশন দৃশ্যের জন্য প্রযোজক আদিত্য চোপড়া ৩৫ কোটি রুপি ব্যয় করেছেন।

টাইগার সিরিজের আগের দুই সিনেমা 'এক থা টাইগার' এবং 'টাইগার জিন্দা হ্যায়'-এর মতো নতুন সিনেমাটিতেও সালমানের বিপরীতে নায়িকা হিসেবে রয়েছেন ক্যাটারিনা কাইফ। ৩০০ কোটি রুপি বাজেটের এ সিনেমা পরিচালনা করেছেন মণীশ শর্মা।

বয়স ৮০ পর্যন্ত অভিনয় চালিয়ে যাবেন রানি মুখার্জি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের সেরা নায়িকাদের একজন হলেন রানী মুখার্জি। গত কয়েক দশক ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে রাজত্ব করছেন এই বঙ্গ তনয়া। ইন্ডাস্ট্রিতে এত বছর কাটিয়ে ফেলার পরেও দর্শকদের মনে রানীর জন্য ভালোবাসা কিন্তু একটুও কমেনি। বরং সময়ের সঙ্গে তা আরও বেড়েছে।

সম্প্রতি তিনি ৫৪তম 'ভারত-আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব' (আইএফএফআই)-তে ডেলিভারিং কম্পেলিং পারফরম্যান্সের একটি মাস্টারক্লাস চলাকালে হাজির হয়েছিলেন রানী। সেখানে তিনি বলিউডের প্রচলিত বয়স বিতর্ক নিয়ে কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমি মনে করি না একজন অভিনেতাকে বয়স দিয়ে বিচার করা উচিত। এটি শুধু এ কারণে যে দর্শক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তরুণদের পর্দায় দেখতে চান। তবে, আপনাদের এ ভ্রান্ত জগতে না থাকা এবং এটা বিশ্বাস করাও গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি সর্বদাই তরুণ। আপনি মনের দিক থেকে তরুণ হতে পারেন কিন্তু আপনার বয়সকে মেনে নেওয়া এবং আপনার বয়সের সঙ্গে মানানসই ভূমিকা গ্রহণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে বলিউডে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছেন রানি । তিনি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। এ নিয়ে তার ভাষ্য, যেভাবে আমার দর্শকরা আমাকে পছন্দ করেছে এবং আমাকে গ্রহণ করেছে, সেভাবেই কাজ করেছি। দর্শকই আসলে আমাকে বয়সে বাধা ভাঙতে সাহায্য করেছে। আর আমি আমার দর্শকদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি নিশ্চিতভাবে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করে যাব। আমি শিগগিরই আমার তোয়ালে ঝুলিয়ে দিচ্ছি না (আমি দ্রুত অবসর নিচ্ছি না)।

মমতার ভাবনা ও লেখায় গাইলেন অরিজিৎ সিং

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অক্টোবর মাসেই প্রকাশ পেয়েছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লেখা গান। 'গারবো' শিরোনামের সেই গানটি মূলত গারবা ঘরানার, যা গুজরাটের ঐতিহ্যবাহী নাচের নাম। এতে কণ্ঠ দিয়েছেন 'ভাস্তে'খ্যাত গায়িকা ধ্বনি ভানুশালি।

এবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল ভাবনায় ও কথায় গানে কণ্ঠ দিলেন অরিজিৎ সিং। এই গানের কথা পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেছেন শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর দিয়েছেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত।

পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম বলছে, ২৯ তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের টাইটেল গান হতে যাচ্ছে এটি। তবে চমকের এখানেই শেষ নয়। উৎসবে বিশেষ অতিথি হিসেবে সালমান খানের আগমণের কথা রয়েছে। উপস্থিত থাকবেন অনুরাগ কাশ্যপ, সৌরভ শুক্লার মতো ব্যক্তিত্বরা।

এবারের কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে দেখানো হবে মহানায়ক উত্তম কুমার অভিনীত ওদেয়া-নেয়ু। চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হবে মৃণাল সেন, দেব আনন্দ, মুকেশ ও শৈলেন্দ্রর মতো কিংবদন্তি শিল্পীদের।

চলচ্চিত্র উৎসবের বিশেষ আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকবেন মনোজ বাজপেয়ী, সুধীর মিশ্রর মতো ব্যক্তিত্বরা। এবারের উৎসবে দেখানো হবে ৩৯টি দেশের ২১৯ টি সিনেমা। এবারের ফোকাস কান্ট্রি স্পেন।

রিয়ালের বড় জয়ে
খাতা খুললেন আর্জেন্টাইন তরুণ

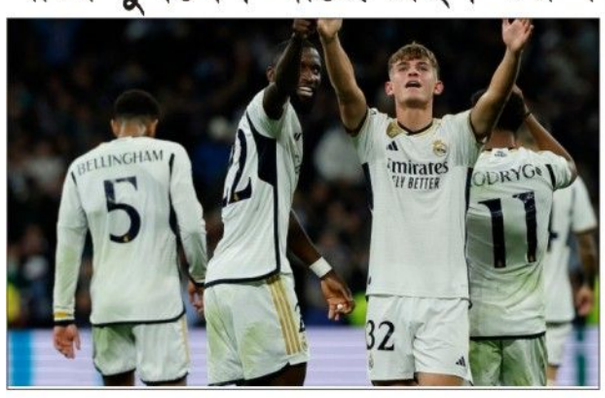

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নাপোলির বিপক্ষে ৪-২ গোলের বড় জয় পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। দলের বড় ওই জয়ে আলো ছড়িয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিয়ে বড় তারকা বনে যাওয়া জুড বেলিংহাম। গোল করেছেন এই ইংলিশ মিডফিল্ডার। গোল সহায়তাও দিয়েছেন। তার সঙ্গে আলো কেড়েছেন সর্বশেষ লিগ ম্যাচে জোড়া গোল করা রদ্রিগো গোয়েস। তবে ১৯ বছর বয়সী এক আর্জেন্টাইন অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার শিরোনাম হয়েছেন। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে গোলের খাতা খুলেছেন তিনি। তাও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নাপোলির মতো দলের বিপক্ষে। ওই তরুণের নাম নিকো পাজ। রিয়াল মাদ্রিদ একাডেমিতে ছিলেন এই ছয় ফিট উচ্চতার মিডফিল্ডার। সেখানে দারুণ ফুটবল খেলে আলোচনায় ছিলেন। আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২০ পর্যায়েও ছিলেন উজ্জ্বল। এবার আলো ছড়ালেন লস ব্লাঙ্কোসদের জার্সিতে। বুধবার রাতের ম্যাচে রিয়াল ৯ মিনিটে গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ে। নাপোলির আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার জিওভান্নি সিমিওনে ওই গোল করেন। ১১ মিনিটে গোল শোধ করে দেন রদ্রিগো গোয়েস। ২২ মিনিটে জুড বেলিংহাম দলকে ২-১ গোলের লিডে তুলে নেন। দ্বিতীয়ার্ধে আবার সমতায় ফেরে নাপোলি। ম্যাচের ৪৭ মিনিটে জাম্বো আনগুইসা গোল করেন। ঘরের মাঠে রিয়াল সমতা নিয়ে ম্যাচ শেষ করার শঙ্কায় পড়ে যায়। তবে বদলি নেমে নিকো পাজ ৮৪ মিনিটে দলকে জয়ের পথে তুলে নেন। যোগ করা সময়ে গোল করে আরেক বদলি খেলোয়াড় জোসেলু দলকে এনে দেন বড় জয়। রিয়ালের বিপক্ষে এই ম্যাচে হারায় চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলো শেষ ম্যাচে ঝুলে গেছে নাপোলির। ৭ পয়েন্ট তোলা দলটি শেষ ম্যাচে ব্রাগার মুখোমুখি হবে। ব্রাগার পয়েন্ট ৪। শেষ ম্যাচে ব্রাগা জিতলে বিপদে পড়ে যাবে নাপোলি। যদিও গোল ব্যবধানে বেশ পিছিয়ে ব্রাগা।

আরও বিশ্রাম চেয়েছেন কোহলি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ মিশন শেষ করেই ২৩ নভেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে মাঠে নেমে পড়ে ভারত। যদিও এই সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয় বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, মোহাম্মদ শামিসহ অধিকাংশ ক্রিকেটারকে। পাঁচ ম্যাচে এই টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষে আগামী মাসের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাবে ভারত। সেখানে টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলবে তারা। কিন্তু এই সিরিজেও বিশ্রাম চেয়েছেন কোহলি। তিনি টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে খেলবেন না। ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে এবং নতুন বছরের শুরুতে তিনি কেবল দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজে খেলবেন।

ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজে না খেলার ব্যাপারে ইতোমধ্যে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ডকে (বিসিসিআই) জানিয়েছেন কোহলি। চেয়েছেন ছুটিও। অর্থাৎ তিনি সাদা বলের ক্রিকেট থেকে আরও কিছুদিন বিশ্রামে থাকতে চান।

বিশ্বকাপে কোহলি রেকর্ড ৭৬৫ রান করেন। অন্যদিকে রোহিত বিশ্বকাপে ক্যারিয়ারের রেকর্ড ৫০তম ফিফটি হাঁকানোর রেকর্ড গড়েন। দুর্দান্ত খেলে ফাইনালে আসলেও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে তাদের তৃতীয় শিরোপা জয় হাতছাড়া হয়।

রাহুল দ্রাবিড়ই থাকছেন
ভারতের প্রধান কোচের পদে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গুঞ্জন উঠেছিল ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব ছাড়তে চলেছেন রাহুল দ্রাবিড়। বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের হারের পর এই গুঞ্জন ছড়ায়। তবে এবার জানা গেছে, ভারতের প্রধান কোচের পদে দ্রাবিড়ই থাকছেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাবে দ্রাবিড় রাজি হয়েছেন। তবে কতোদিনের জন্য দ্রাবিড় ভারতের দায়িত্বে থাকবেন, তা এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।

তবে মনে করা হচ্ছে, অন্তত ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত দ্রাবিড় দায়িত্বে থাকছেন। দুই বছরের চুক্তিতে ২০২১ সালের নভেম্বরে ভারতের প্রধান কোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন দ্রাবিড়। তার অধীনে ভারত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলেছে। জিতেছে এশিয়া কাপও।

২০২৪ এ কয় ম্যাচ
খেলবে জানাল শ্রীলঙ্কা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডকে সাময়িক স্থগিত করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসি। তাতে দেশটির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেমে থাকছে না। বুধবার দেশটি ২০২৪ মৌসুমের আন্তর্জাতিক সূচি ঘোষণা করেছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী বছর শ্রীলঙ্কা ১০টি টেস্ট ম্যাচ খেলবে। ২১টি করে ওয়ানডে ও টি-২০ খেলবে। এছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে টি-২০ বিশ্বকাপ তো আছেই। শ্রীলঙ্কা ২০২৪ মৌসুম শুরু করবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ঘরের মাঠে সিরিজ দিয়ে। জানুয়ারিতে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-২০ খেলবে তারা। এরপর ঘরের মাঠে আফগানিস্তানের বিপক্ষে একটি টেস্ট খেলবে। তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-২০ আছে পূর্ণাঙ্গ ওই সিরিজে। দলটির প্রথম বিদেশ সফর হবে বাংলাদেশ সিরিজ দিয়ে। ওই সফরে দুটি টেস্ট ও তিনটি করে পঞ্চাশ ও বিশ ওভারের ম্যাচ খেলবে লঙ্কানরা। টি-২০ বিশ্বকাপের পর ইংল্যান্ড সফরে যাবে শ্রীলঙ্কা। সেখানে খেলবে তিনটি টেস্ট। দেশে ফিরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি টেস্ট খেলবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ঘরের মাঠে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-২০ খেলবে শ্রীলঙ্কা। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে দুটি টেস্ট খেলে দেশে ফিরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সাদা বলের সিরিজ দিয়ে মৌসুম শেষ করবে তারা। নতুন সূচি নিয়ে লঙ্কান বোর্ডের সিইও শাম্মি ডি সিলভা বলেছেন, '২০২৪ সালে আমাদের খেলোয়াড়দের অনেক ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে, দর্শকরা অনেকগুলো ম্যাচ উপভোগ করতে পারবে। সূচি নিয়ে আমরা উচ্ছ্বসিত।'

রোমাঞ্চকর জয়;
গ্রুপ সেরা ম্যানচেস্টার সিটি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে লাইপজিগকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে প্রথম হয়েই গ্রুপ পর্ব শেষ করলো পেপ গার্দিওলার দল। লাইপজিগের মাঠে প্রথম লেগে তারা ৩-১ ব্যবধানে জিতেছিল।

২৮ নভেম্বর রাতে ঘরের মাঠ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরুটা ছিল পানসে। কোনো পক্ষই ভীতি ছড়াতে পারেনি। তবে আচমকাই সিটিকে চমকে দিয়ে এগিয়ে যায় লাইপজিগ। লাইপজিগ গোলরক্ষক ইয়ানিসের কিকের গতি-প্রকৃতি ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি মানুয়েল আকনজি। ফাঁকা মাঠ পেয়ে কোনাকুনি শটে জাল খুঁজে নেন লোইস ওপেনদা। এক গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ৩৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে লাইপজিগ। দারুণ এক প্রতি-আক্রমণে ছুটে যান ওপেনদা, দারুণ ক্ষিপ্রতায় রুবেন দিয়াসকে ফাঁকি দিয়ে এবং বক্সে ইয়োশকো ভার্দিওলকে কাটিয়ে কাছের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেন ২৩ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড।

প্রথমার্ধে আর সমতায় ফিরতে পারেনি সিটি। তবে আসল ঝলকটা দেখা গেল ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে। ৫৪ মিনিটের মাথায় অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় প্রতিপক্ষের দুইজনকে কাটিয়ে ফিল ফোডেনের থ্রু পাস ধরে বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শটে আসরে নিজের পঞ্চম গোলটি করেন আরলিং হালান্ড। এ নিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে ৩৫ ম্যাচে হালান্ডের গোল হলো ৪০টি।

একের পর এক আক্রমণের ফল আবারও পায় সিটি, ম্যাচের ৭০তম মিনিটে। মাঠের বাঁ দিক থেকে ভার্দিওলের পাস ধরে দুর্দান্ত শটে স্কোরলাইন ২-২ করেন ফিল ফোডেন। ৮৭ মিনিটে ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটি করেন জুলিয়ান আলভারেজ। প্রতিপক্ষের পায়ে লেগে আসা বল বক্সে পেয়ে কোনাকুনি শটে গোলটি করেন এই আর্জেন্টাইন।

এই ম্যাচ জয়ে গ্রুপ পর্বে টানা পাঁচ জয়ে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে নকআউট পর্ব নিশ্চিত করলো সিটি। রানার্সআপ লাইপজিগের পয়েন্ট ৯।

ওনানার ভুলের হ্যাটট্রিক,
বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে ম্যানইউ

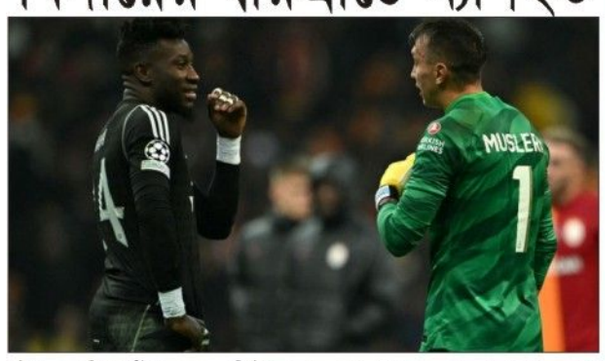

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বাঁ-পায়ের জোরালো শটে অ্যালেজান্দ্রো গার্নাচো ম্যাচের প্রথম গোল করেন। ব্রুনো ফার্নান্দেজ দূর থেকে শট নিয়ে জালে বল জড়িয়ে দেন। তাদের গোল দুটি চোখে পড়ার মতো। তবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানার ভুলগুলো চোখে আটকে যাওয়ার মতো। এক-দুটি নয়; ম্যাচের ভুলের হ্যাটট্রিক করেছেন তিনি। যার মধ্যে হাকিম জায়েখের ফ্রি কিকে গোল হয়েছে দুটি। ম্যানইউ-এর জালে জড়ানো শেষ বলটিও ফেরানো উচিত ছিল এই সেনেগালিচ গোলরক্ষকের। ম্যাচের শুরুতে ভুল করে পাস দিয়ে বসেছিলেন গ্যালাতাসারে স্ট্রাইকার মাউরিসিও ইকার্দিকে। যদিও গোল খাওয়ার হাত থেকে ওই যাত্রায় বেঁচে যান তিনি।

ওনানার ভুলে ভরা ম্যাচে বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বের পঞ্চম রাউন্ডে গ্যালাতাসারের মাঠে ৩-৩ গোলের সমতা করেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে বিদায় নেওয়ার দ্বারপ্রান্তে চলে গেছে। ইউরোপ সেরার লড়াইয়ের শেষ ম্যাচে ঘরের মাঠে বায়ার্ন মিউনিখের মুখোমুখি হবে ম্যানইউ। ওই ম্যাচ জিতলেই কেবল শেষ ষোলোয় যাওয়ার সম্ভাবনা টিকে থাকবে তাদের। পাঁচ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট পাওয়া রেড ডেভিলসরা জিতলেও অবশ্য দ্বিতীয় রাউন্ড নিশ্চিত নয়। কারণ গ্যালাতাসারে ও কোপেনহেগেনের পয়েন্ট সমান পাঁচ করে। শেষ ম্যাচে ওই দুই দলের একদল জিতলেই বিদায় নিতে হবে এরিক টেন হ্যাগের দলের। বুধবার রাতের ম্যাচে ম্যানইউ ১১ মিনিটে লিড নেয়। গোল করেন আর্জেন্টাইন তরুণ গার্নাচো। ১৮ মিনিটে লিড ২-০ করে ফেলেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ। ম্যাচের ২৯ মিনিটে জায়েখ এক গোল শোধ দেন। তার নিচু করে নেওয়া ফ্রি কিক পাশ দিয়ে জালে জড়ালেও হাত না দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন ওনানা। ৫৫ মিনিটে ম্যানইউ আবার গোল করে। ম্যাকটমিনি বল পাঠান জালে। কিন্তু ৬২ মিনিটে আবার জায়েখ জালে বল পাঠান। এবার তার নিচু শট ওনানার গ্লিপে আসলেও হাত ফস্কে বল চলে যায় জালে। ৭১ মিনিটে মোহামেদ কেরান ম্যানইউ-এর আশা শেষ করে ম্যাচ সমতা করে ফেলেন। দলের শেষ ষোলোয় যাওয়ার আশা বাঁচান।

রিয়ালের পাঁচে 'পাঁচ'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ২৯ নভেম্বর চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে নাপোলির বিপক্ষে ৪-২ গোলে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। টানা পাঁচ জয়েও স্থি গ্রুপের শীর্ষস্থান নিশ্চিত করলো আসরের রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা।

রিয়ালের ঘরের মাঠে শুরুটা দারুণ করে নাপোলি। ম্যাচের নবম মিনিটেই এগিয়ে যায় তারা। এক সতীর্থের লম্বা ক্রস পেয়ে গোলমুখে বল বাড়ান জিওভান্নি দি লরেন্সো। আলতো টোকায় বাকি কাজটা করেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড জিওভানি সিমেওনে। নাপোলির ব্যবধান অবশ্য এক মিনিটও স্থায়ী হয়নি। পুনরায় খেলা শুরু হতেই প্রথম আক্রমণেই সমতা টানে রিয়াল। ব্রাহিম দিয়াসের পাস ধরে বক্সে ঢুকে কয়েক পা এগিয়ে জায়গা বানিয়ে কোনাকুনি জোরালো শট নেন রদ্রিগো। দূরের পোস্ট দিয়ে বল খুঁজে পায় ঠিকানা।

রিয়াল এগিয়ে যায় ম্যাচের ২২তম মিনিটে। ডেভিড আলাবার উঁচু করে বাড়ানো থ্রু ধরে ডি-বক্সে জায়গা করে নিয়ে দারুণ হেডে গোলটি করেন ছন্দে থাকা জুড বেলিংহ্যাম।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই অবশ্য সমতা ফেরায় নাপোলি। সতীর্থের পাস ধরে ডি-বক্সের মাঝ বরাবর কাটব্যাক করার চেষ্টা করেন জাম্বো আনগিসা। কিন্তু মাঝপথে দানি সেবাইয়োস বল ঠেকালেও ফিরতি বল পেয়ে জোরাল শটে নাপোলিকে সমতায় ফেরান ক্যামেরুনের মিডফিল্ডার। চাপ ধরে রেখে ৮৪তম মিনিটে জয়সূচক গোলটি পেয়ে যায় রিয়াল। রুডিগারের পাস ধরে দূরপাল্লার শট নেন নিকো পাস। ঝাঁপিয়ে বলে হাত ছোঁয়ালেও রুখতে পারেননি নাপোলি গোলরক্ষক।

ম্যাচের যোগ করা সময়ে নাপোলির শেষ আশাটুকু শেষ করে দেন হোসেলু। ম্যাচের যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে বেলিংহ্যামের পাস পেয়ে কাছ থেকে গোলটি করেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR